প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল, ২০২৪

সমবায় কথা

'ইকমার্ড' সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

"SAMABAY KOTHA" : A quarterly News Bulletin from ICMARD | Issue No. 2 | April 2024

কার্ড ব্যাঙ্কগুলিতে কম্পিউটার চালিত আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হবার পথে

সেই অর্থে পুরোপুরি ব্যাংক নয়, ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানও মূল লক্ষ্য নয়—কৃষি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো তৈরীর জন্য, অর্থাৎ সেচের ব্যবস্থা, পরিবহণের যানবাহন, ট্রাক্টর, পুকুর খনন, পশুপালন, ক্ষুদ্রশিল্প, বাগিচাশিল্প ইত্যাদি যেসব ক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক টাকার ঋণের প্রয়োজন হয়, অথচ অল্প দু'চার বছরে তা পরিশোধ করা সম্ভব হয় না—সেইসব ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষকে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্যই কার্ড ব্যাংকগুলির সৃষ্টি। তবু পরোক্ষভাবে প্রায় সবরকম ব্যাংকিং পরিষেবাই ঋণী সদস্যদের প্রদান করতে হয়, লেনদেনের হিসাব রাখতে হয়, রিপোর্ট রিটার্ন তৈরি করতে হয়। সুতরাং বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এইসব ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেও আধুনিক এবং উন্নততর কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা থাকা জরুরী। লেনদেনের হিসাবে স্বচ্ছতা রাখা এবং দ্রুত গ্রাহক পরিষেবা উভয় কারণেই প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য সাফল্য সংবাদ হলো যে, পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রের সমবায় ব্যাংকগুলিতে এই আধুনিকীকরণ প্রায় সম্পূর্ণ হবার পথে।

রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের (WBSCARDB) ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনসিজ মুখোপাধ্যায় জানালেন যে, বিগত কয়েক বছর ধরেই দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকগুলির আধুনিকীকরণের উদ্যোগ চলছে। শীর্ষ ব্যাংক সহ পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি কার্ড ব্যাংক এবং সম্মিলিতভাবে তাদের প্রায় ১১১টি শাখার সর্বত্র যাতে একটি উন্নততর এবং কমন সফটওয়্যার চালু করা যায় সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই একটি নামী সংস্থাকে দিয়ে 'সেন্ট্রালাইজড ফিনান্সিয়াল সলিউশন' (Centralized Financial Solution) নামে একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি যাতে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা যায়, সমস্ত রকমের লেনদেন রিপোর্ট-রিটার্ন সবকিছুই যাতে সফটওয়্যার মারফৎ সম্পন্ন করা যায় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েবেল নামক সংস্থার সাথে একটা চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য সহায়তা স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ প্রায় তিন কোটি টাকা আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছে। ইতিমধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক খরচ হয়ে গিয়েছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রথমে বর্ধমান, কন্টাই, মুর্শিদাবাদ ও তমলুক—চারটি ব্যাংকে এই সফটওয়্যারে পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাংকের পুরনো যাবতীয় তথ্য আপলোড করা হয়েছে এবং সফটওয়্যার সফলভাবে কাজও করছে। পরের পর্যায়ে আরো ছয়টি ব্যাংকে, অর্থাৎ ঘাটাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কান্দি, দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ ও রামপুরহাট কার্ড ব্যাংকেও ইতিমধ্যে এই সফটওয়্যার চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত রকম কাজকর্ম প্রায় সম্পন্ন হওয়ার মুখে। অল্পদিনের মধ্যেই এই ব্যাংকগুলিতে কাঙ্খিত সমস্ত রকম লেনদেনের আধুনিকীকরণ হয়ে যাবে। শ্রী মুখোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেন যে বাকি ১৪টি কার্ড ব্যাঙ্কেও বর্তমান ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের মধ্যে এই সফটওয়্যার পুরোপুরি চালু করা সম্ভবপর হবে। এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে একদিকে যেমন রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রের ব্যাংকগুলি একটি কমন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে, গ্রাহকদের যাবতীয় পরিষেবা স্বচ্ছভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে—পাশাপাশি শীর্ষ ব্যাংকের পক্ষে দেখভাল ও নজরদারির ব্যবস্থাও সহজতর হয়ে উঠবে। লেনদেনের পাশাপাশি ইউপিআই, প্রি-পেড এটিএম কার্ড ইত্যাদি অন্যান্য ব্যাংকিং পরিষেবাও কার্ড ব্যাংকগুলির মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব হবে। বর্তমান আর্থিক বছরে এই উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানকারী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

প্রতিবেদক ঃ **ইনাস উদ্দীন**

The Long Term Credit Cooperative Sector – a relook at its role and future prospects

Partha Basu, Addl. RCS (LT Cr)

The Long Term Cooperative Credit Sector in West Bengal, henceforth referred to as LTCCS, is a unique one. There are 24 Primary CARDBs(PCARDBs) and two units under the apex WBSCARDB Ltd catering to individual farmer-members. Thus, it is a mixed structure combining the federal and unitary features so far as West Bengal is concerned. On the face of it, WBSCARDB Ltd is not doing badly with accumulated profits on its account and one of the handful of State level CARDBs in the country surviving the onslaught of change and emphasis on Short Term Credit Sector.

From Land Mortgage Banks to Agriculture and Rural Development Banks, it has been a long journey. There are PCARDBs nearly nine decades old still serving the people. The flow of long- term loans for the purpose of wealth creation and infrastructure development has not stopped despite several stutters. We have witnessed a gradual opening up and diversification of the primary level agricultural cooperatives (PACS) in the country and there has been an orchestrated attempt to involve these PACS in meeting both short-term and long-term needs. The latest National Cooperative Policy about to receive the final seal of the Ministry of Cooperation, Government of India along with other measures jointly initiated by the Centre and the State focus on converting PACS to Multi Service Centres. In spite of the said initiatives, the role of LTCCS as the sole provider of long-term credit on a consistent basis occupies space and importance.

For one thing, PACS have to concentrate on ST needs, ever growing as they are. Secondly, their manpower is not fully equipped to tackle long term issues and loans as yet. But the key issue is the long-term viability and sustainability of LTCCS as a whole. With 19 out of 24

দুই পৃষ্ঠায় ▸▸

ইকমার্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'সমবায় কথা'-র প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। ব্যাংক ও সমবায় অধিদপ্তরের বিশিষ্ট আধিকারিকগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘোষণা করছেন ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান।

এক পৃষ্ঠার পর ▸▸ The Long Term Credit Cooperative Sector

PCARDBs running with accumulated losses, huge overdues and mounting imbalances despite State Government Assistance over the last 5 years, the scenario is not satisfactory. The crying need of the hour is revival of LTCCS. This includes greater transparency in operations, accounts, approach and capacity building. Towards this end, the following initiatives have been taken:-

- ✓ **Computerisation of PCARDBs-** The State Government has provided financial assistance for development of software and the same has been finalized with active cooperation from PCARDBs under the leadership of WBSCARDB Ltd. The GOI has floated the project of Computerisation of PCARDBs and earmarked assistance for the same. The same is under the active consideration of the State Government given the nature and terms associated with the scheme.
- ✓ **Formulation of One Time Settlement (OTS) Scheme-** As per observations of NABARD, such a scheme has been formulated and is expected to boost recovery of Doubtful Loans in LTCCS through a Compromise Formula in which only interest will be waived according to a scoring pattern based on certain parameters and losses to be borne by PCARDBs and WBSCARDB Ltd at the ratio of 2:1. The same is expected to be approved by the Finance Department, GOWB very shortly.
- ✓ **Induction of Nominal Members and issuanceof loans to them-** The latest Act – WBCS Act, 2006 – allows induction of individual nominal members in primary cooperatives. PCARDBs, being under this category, are eligible to induct nominal members with rights and privileges as laid down in the Act. The State Government has granted the necessary permission which is expected to fructify the possibility of enhancing loan quantum and cater to more farmers in the near future and provide a new avenue for income generation in LTCCS.

In a recent study on LTCCS conducted on behalf of NABARD, several important recommendations have been made. These include provision for Short Term Credit for members in LTCCS and considering granting of Banking licence to eligible units under LTCCS thereby reducing the excessive dependence on NABARD for finance. There are recommendations for revival package for cleansing of Balance Sheet as well. It is expected that the GOI will examine these recommendations and initiate some steps to provide succour to this ailing but important wing of credit in the cooperative sector.

ইকমার্ড দ্বারা আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরসমূহ

(১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৪)

১. পাট থেকে শৌখিন দ্রব্যের প্রশিক্ষণ ঃ

ইকমার্ডের ব্যবস্থাপনায় হাওড়া কার্ড ব্যাংকের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ৩০ জন মহিলাকে নিয়ে একমাসের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শৌখিন ব্যাগ, ফাইল, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র, পেনদানি, টেবিল ম্যাট ইত্যাদি প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। (১১ ডিসেম্বর, ২০২৩-২৯ জানুয়ারি, ২০২৪)

২. ধনেখালিতে সেলাই প্রশিক্ষণ শিবির ঃ

হুগলি কার্ড ব্যাংকের ধনিয়াখালি শাখায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য ৩০ দিনের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় দেড়মাস ব্যাপী চলা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মেয়েরা হাতে-কলমে চুড়িদার, কুর্তি, সায়া, ব্লাউজ, জামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবি প্রভৃতি পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। (২৮ নভেম্বর, ২০২৩-১০ জানুয়ারি, ২০২৪)

৩. নার্সারি প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ঃ

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের উখুরা যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে ইকমার্ডের ব্যবস্থাপনায় নার্সারি প্রকল্প নিয়ে ১০ দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। সমিতির স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ৩০ জন মহিলা এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতার সিটিআরডি সংস্থার প্রশিক্ষকগণ ফুল, ফল ও বিভিন্ন গাছের চারা তৈরি এবং প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। (১২-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)

৪. কোচবিহারে ফ্যাশন জুয়েলারি প্রশিক্ষণ ঃ

কোচবিহার কার্ড ব্যাংকের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ১৫ জন মহিলাকে নিয়ে একটি ফ্যাশন জুয়েলারি তৈরির প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়। ১০ দিনের এই প্রশিক্ষণে মহিলাদের পাট, সুতো, পুঁতি এবং ধাতব দ্রব্যাদি দিয়ে বিভিন্ন অলংকার তৈরি করা শেখানো হয়। ইকমার্ডের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কোচবিহার ইউনিটের অধীনস্থ ACMART Farmers Training and Rural Development Centre এই প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিচালনা করে। (২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩-৬ জানুয়ারি, ২০২৪)

৫. খড়িবাড়িতে সেলাই প্রশিক্ষণ ঃ

দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়িতে নেতাজি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ৩০ দিনের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সমিতির স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ৩০ জন মহিলা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে চুড়িদার, কুর্তি, সায়া ব্লাউজ সহ ও অন্যান্য জামাকাপড় তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। (৬ ফেব্রুয়ারি-১২ মার্চ, ২০২৪)

৬. চম্পাসারিতে ফল এবং সবজি সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ ঃ

শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে সিধু-কানু-বিরসা ল্যাম্পসের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। তিনদিন করে দুই দফায় মোট ৬০ জন মহিলা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ইকমার্ডের ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ির ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এগ্রো কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে। (৫-১১ মার্চ, ২০২৪)

৭. কালচিনিতে ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ ঃ

আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকে মধুবাগান বহুমুখী সমবায় সমিতির স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য প্রিন্টিং সহ ক্যানভাসের ব্যাগ তৈরির একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। চারদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ২৬ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। (৬-৯ মার্চ, ২০২৪)

সাত পৃষ্ঠায় ▸▸

প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল, ২০২৪
সমবায় কথা

COOPERATIVE NEWS AT A GLANCE

1. Publication of News Letter 'Samabay Kotha'

'Samabay Kotha', a quarterly News Letter on behalf of the Training Centre ICMARD, run by the WBSCARD Bank Ltd, has been launched on 9th February, 2024 with its first issue of January, 2024.

2. Banking License to ARDSs

RBI should issue banking license to the eligible state and primary ARDBs as per BR Act, 1949 – a demand has been raised at a national level meeting held recently at Atal Urja Bhavan, organized by the Ministry of Cooperation, Govt of India.

3. CFS at PCARDBs

Centralized Financial System (CFS) has been launched successfully under leadership of the WBSCARD Bank Ltd in the LT Sector of the West Bengal. As the MD of the bank stated, the common software has successfully been functioning in 9 PCARDBs in the State. It is expected that all the 24 PCARDBs including the branches of the Bank will be digitized upto the expected level by 31.03.2025.

4. Training Need Assessment

A state level discussion on Training Need Assessment (TNA) held on 9th February, 2024 on the initiative of ICMARD. A common view emerged in the discussion that the training must be designed keeping in view of the rapid changes of modern technology and electronic media and its effect on economic and social life.

5. District Federation of SHG in North 24 Pgs.

A district level Federation of SHG under PACS of district North 24 Parganas has been constituted under initiative of the WB State Cooperative Bank Ltd. In a meeting for the purpose held on 22nd March, 2024 at meeting hall of the Range Office, Barasat with participation of district level dignitaries and representatives from leading cooperatives in the district. A Federation with name 'MOITREE' was constituted with 15 number of block level representatives from SHG leaders.

6. Women Development Cell at WBSCARDB

A Woman Development Cell has been constituted at the head office of the WBSCARD Bank Ltd with a formal notification of the Managing Director of the Bank on 8th April, 2024. As per the MD, the Cell has been constituted as per advice and guideline of NABARD and with consent of the RCS, WB. The Cell will be headed by Smt. Paramita Ghosh, Addl. RCS, WB with other 5 lady officials of the Bank.

7. Youtube Channel of ICMARD

A You-tube channel with a heading 'Samabay Kotha' has been started recently on behalf of the ICMARD. As proposed, the channel will publish one episode of about 30 minutes weekly which will contain various aspects of the cooperative sector.

8. SHG Sale Counter at ICMARD

A Sale Counter cum Display Centre of the products of the SHGs under cooperatives will be established in the premises of the ICMARD – a proposal has been adopted by the WBSCARD Bank. Dr. Moinul Hasan, Special Officer, of the Bank has stated that this step is a benevolent initiative on behalf of the bank to assist the SHG members under cooperatives in the state through opening of a marketing outlet for their products in Kolkata.

9. Trainings of BIRD, Kolkata

BIRD, Kolkata have already completed 22 numbers training programs during the first quarter of 2024. The BIRD (Bankers Institute of Rural Development), the Training Unit of NABARD in Kolkata was established for meeting the capacity building needs of Commercial Banks, RRBs and Cooperative Banks of 11 States in Eastern and North-Eastern regions, including Andaman and Nicobar Islands. Shri Aurobinda Sarkar, Director of the Training Centre mentioned that among these programs, special focus was given on FPO and Off Farm PO (5 programs) and women related aspects including NRLM portal (5 programs). Beside this, exhusastive workshops on business development including scope of SHG were conducted with executives of 60 PACS and LAMPS from Tripura state. It is relevant to mention that there is no DCCB in the two tier cooperative structure in Tripura and the PACS are not involved in SHG formation.

10. Business Review Meeting of LT Sector

An overall review meeting for the Long Term Sector in WB was held on 4th March, 2024 in the conference hall of the ICMARD. Shri Krishna Gupta, IAS, Addl. Chief Secretary of Cooperation Department reviewed the loan and recovery position of all the 24 PCARDBs including the WBSCARD Bank Ltd. Among total demand in the LT Sector, 60% has become NPA and he emphasized more on daily taqid beside the legal measures on recovery. He has also drawn special attention, to the deposit collected by the PCARDBs that the peoples deposit must be safe and in no way it should be diverted toward loan or management of establishment cost. The meeting was presided by Dr. Moinul Hasan, Special officer of the WBSCARDB Ltd. Shri Niranjan Kumar, IAS, the RCS, WB, Smt. Usha Ramesh, CGM, NABARD and other senior officers were present in the meeting.

Field Visit during Programme on
"High-tech Agriculture and Internet of Things (IOT)"
organised by BIRD, Kolkata
at UBKV, Coochbehar, West Bangal (18.02.2024)

সমবায় সংবাদ

১. দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদানের দাবি

যোগ্য কার্ড ব্যাংকগুলিকে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান করা হোক—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের একটি আলোচনা সভায় এই দাবি উঠেছে। দিল্লিতে 'অটল অক্ষয় উর্জা' ভবনে মন্ত্রকের সচিব আশীষ ভূতানির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় নাবার্ড সহ সমবায়ের জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে জগদীশ কাপুর কমিটি গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকগুলিকে BR Act 1949-এর আওতায় ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। দেশের ১৩টি শীর্ষ ব্যাংকসহ প্রাথমিক কার্ড ব্যাংকগুলির মধ্যে অনেকেরই এই লাইসেন্স পাবার মতো যোগ্যতা আছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

২. ত্রৈমাসিক 'সমবায় কথা'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

বিভিন্ন জেলার সমবায় ব্যাংক এবং বিভাগীয় আধিকারিকগণের উপস্থিতিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ইকমার্ড ভবনের 'ঐক্যতান' সভাকক্ষে ইকমার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো ৮ পৃষ্ঠার রঙিন সংবাদ সাময়িকী 'সমবায় কথা'-র প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি, ২০২৪)। উপস্থিত অতিথিবর্গের হাতে পত্রিকা তুলে দিয়ে এই সংবাদ সাময়িকীর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান। তিনি উল্লেখ করেন যে শুধু ইকমার্ড বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এই ত্রৈমাসিক নিউজ লেটারে। এছাড়া চেষ্টা করা হবে ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এবং তাদের উদ্যোগের কথা। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এবং সমবায় ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্যের কথা লিখে পাঠানোর জন্য তিনি সবার কাছে অনুরোধ জানান। বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইকমার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বিবেক সেন, সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক পার্থ বসু, রূপা ভট্টাচার্য, চিন্ময় গুপ্ত (উত্তরাঞ্চল) ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের মহাপরিচালক মনসিজ মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি 'সমবায় কথা'-র সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা প্রশিক্ষক সঞ্চারী মিত্র এবং ইনাস উদ্দীন।

৩. প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা

ইকমার্ড সহ এই রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সারা বছর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী, বোর্ড সদস্য, বিভাগীয় আধিকারিক, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ছাড়াও সমবায়ের সদস্যগণ এইসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে—যাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তাঁদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কতটা প্রয়োজনীয় ছিল। অংশগ্রহণকারী সমবায় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষার্থীদের ঠিক কোন ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সেই বিষয়টি নিয়ে সারাদিন ব্যাপী একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ইকমার্ডের 'ঐকতান' সেমিনার কক্ষে গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের মহাপরিচালক মনসিজ মুখোপাধ্যায়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বিবেক সেন, সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক চিন্ময় গুপ্ত (উত্তরাঞ্চল), পার্থ বসু (দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্র), রূপা ভট্টাচার্য (স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বিভাগ) সহ রাজ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় বিভিন্ন ডিসিসিবি, কার্ড ব্যাংক, হোলসেল এবং রেঞ্জ অফিসের আধিকারিকগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় আবাসিক প্রশিক্ষণ অপেক্ষা জেলায় জেলায় স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের বেশি করে ব্যবস্থা হোক, প্রশিক্ষণের পরবর্তী কার্যকারিতা বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা হোক, প্রশিক্ষণের সহায়ক স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সমূহ সহজ বাংলায় বিক্রয়যোগ্য পুস্তক আকারে প্রকাশিত হোক ইত্যাদি পরামর্শ আলোচনায় উঠে আসে। আধুনিক প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে অনলাইন সেমিনার, আলোচনা সভা এবং ইকমার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি ইউটিউব চ্যানেল চালু করার পরামর্শও প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান।

৪. কার্ড ব্যাংকসমূহের ঋণ ও আদায় নিয়ে পর্যালোচনা

দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে ঋণের দাদন এবং আদায় নিয়ে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি কার্ড ব্যাংক এবং রেঞ্জ আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো গত ৪ মার্চ, ২০২৪। বর্তমানে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ক্ষেত্রের মোট আদায়যোগ্য ঋণের প্রায় 60% এনপিএ হয়ে আছে। ইকমার্ডের কনফারেন্স হলে এই আলোচনা সভায় সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত, আইএএস, এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেন যে আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত তাগাদা দেওয়ার উপর অধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন। কার্ড ব্যাংকগুলি দ্বারা আমানত সংগ্রহের বিষয়ে তিনি সতর্ক করে বলেন যে সাধারণ মানুষের জমাকৃত টাকার নিরাপত্তার দিকটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যেটি অনেক জায়গায় বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। আমানতের টাকা ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, বেতন সহ আন্যান্য পরিচালন খাতেও এই টাকা কোথাও কোথাও ব্যয়িত হচ্ছে। নাবার্ডের সিজিএম শ্রীমতী ঊষা রমেশ, রাজ্যের সমবায় নিবন্ধক শ্রী নিরঞ্জন কুমার, আইএএস, শীর্ষ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনসিজ মুখোপাধ্যায়, ইকমার্ডের অধ্যক্ষ বিবেক সেন সহ সমবায় বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সামগ্রিকভাবে সভায় পৌরোহিত্য করেন ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান।

ARDB Computerization - CFS Training commencing in Bankura CARD Bank Ltd.

Programme on 'Integrated Farming System', organized by BIRD, Kolkata at Assam Agricultural University, Jorhat, Assam

প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল, ২০২৪
ICMARD সমবায় কথা

সাফল্য কথা

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক—ধারাবাহিক অগ্রগতির এক সফল নিদর্শন

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সহ স্বল্পমেয়াদী ঋণদানের ক্ষেত্রে নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ধারাবাহিক সফলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, জাতীয় স্তরেও দুইবার পুরস্কৃত হয়েছে এই ব্যাংকের দৃষ্টান্তমূলক কাজকর্ম, প্রশংসিত হয়েছে নাবার্ডের পক্ষ থেকে।

সাধারণভাবে বলা হয় সার্বিকভাবে নদীয়া জেলার সমবায় পরিবেশ যথেষ্ট উন্নত। বিশেষত কৃষি সমবায়ের ক্ষেত্রে এই জেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে প্রাথমিক সমবায়ের সম্পর্ক যথেষ্ট প্রশংসনীয়। সতেরোটি ব্লকে চলমান কৃষি সমবায়ের সংখ্যা প্রায় চারশতের কাছাকাছি। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণী সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। অল্প কয়েকটি বাদ দিলে প্রায় সব কৃষি সমবায়েরই আমানত সংগ্রহ আছে। তার সঙ্গে প্রতিটি সমিতির আছে বহু সংখ্যক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী।

মহিলাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সাফল্য এবং কিছু বিশেষ উদ্যোগ সারা ভারতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নানা প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে সমবায়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বত্র যেখানে কমে যাচ্ছে, সেখানে নদীয়া জেলায় গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জেলায় বর্তমানে গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ২০১৮ সালে গোষ্ঠীর মহিলাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে সেই পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে ৩০০ কোটি হয়ে গিয়েছে। গোষ্ঠীগুলোকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও পাঁচ বছরে ২৫০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি চলে এসেছে—যা যথেষ্ট বিস্ময়কর। সর্বত্রই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের হার যথেষ্ট ভালো হয়ে থাকে। নদীয়া জেলায় এই হার বরাবর 90%-95% মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

নদীয়া জেলায় সমবায়ের সাফল্যের পিছনে যে বিশেষ দুই-তিনটি কারণকে চিহ্নিত করা হয় তা হলো সমিতি স্তরে গোষ্ঠীর মধ্যে **'সজনী মডেল'**, জেলাস্তরে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ফেডারেশন এবং মহিলাদের নিজস্ব **'সদস্য কল্যাণ তহবিল'**। দশটি গ্রুপের দলনেত্রীদের ভিতর থেকে একজন আগ্রহী দলনেত্রীকে **'সজনী'** হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যিনি সমিতি স্তরে দশটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবেন, তাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরবেন। ফলে মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ব্লক স্তরে সজনীদের নিয়ে একটি ব্লক কমিটি এবং জেলাস্তরে প্রতি ব্লক থেকে দুইজন প্রতিনিধি নিয়ে **'নন্দিনী'** নামে জেলা ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। ফলে জেলাস্তর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে গোষ্ঠীর সদস্য পর্যন্ত একটা নজরদারির নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া স্বনির্ভরতার যে মূলনীতি—নিজেদের কথা নিজেরা বলা, নিজেদের সমস্যা নিজেরা বোঝা এবং তা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা—সেই লক্ষ্যে মহিলাদের সংগঠিত করাও ফেডারেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তৃতীয় বিষয়—সদস্য কল্যাণ তহবিল, একটি নিজস্ব ধরণের বীমা—অবশ্যই একটি অভিনব প্রকল্প। সারা ভারতে ইতিমধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গোষ্ঠীর সদস্যরা বার্ষিক মাথাপিছু ৪০ টাকা জমিয়ে জেলাস্তরে একটি তহবিল গঠন করেছে, যেখান থেকে তারা নিজেরা বিভিন্ন বিপদ ও সংকটের কালে সহায়তা গ্রহণ করে। সদস্যের স্বাভাবিক মৃত্যুতে পরিবারকে ২০ হাজার টাকা, দুর্ঘটনাজনিত অকাল মৃত্যুতে ৩০ হাজার, অঙ্গহানি হলে ১৫ হাজার এবং সদস্যের স্বামীর মৃত্যু ঘটলে ১০ হাজার টাকা এই তহবিল থেকে এককালীন সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া কন্যা সন্তানদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতে সদস্যদের কন্যারা কলেজে ভর্তি হলে তাদের ১,০০০ হাজার টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলে এককালীন ২,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ২০১১ সালে শুরু হয়ে গত ১২ বছরে ৮ কোটি টাকার উপর এই তহবিলের লেনদেন করা হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য যে এর মধ্যে বড়ো অংকের পরিমাণ, মোট ৪ কোটি টাকারও অধিক, সদস্যদের স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে প্রদান করা হয়েছে (মোট সংখ্যা ৪০৬৭)।

নদিয়া জেলার অনুসরণে হুগলি জেলায় **'মানবী'** তহবিল এবং মুর্শিদাবাদে **'মঞ্জরী কল্যাণ তহবিল'** তৈরি হয়েছে এবং তা সাফল্যের সঙ্গে চলছে। মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাথাপিছু এতো অল্প চাঁদায় কী করে এই প্রকল্প বিগত ১২ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে চলছে তা অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। এর পিছনে একটাই মুখ্য কারণ—এই তহবিলের অর্থসংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাবরক্ষা এবং দাবিপত্র মেটানোর দায়-দায়িত্ব পুরোটাই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক পরিচালনা করে। পরিচালনগত আলাদা কোনও খরচ না থাকার ফলে বার্ষিক অল্প পরিমাণ চাঁদা দিয়েও একটা বড় রকমের কল্যাণ তহবিল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে।

তবে কোভিড কালের একটা প্রভাব এই জেলার সমবায় ক্ষেত্রেও পড়েছে। কৃষি ঋণে করোনাপূর্ব ৯৬ শতাংশ আদায়ের হার নেমে গিয়েছে ৮১ শতাংশে, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সে হার নেমেছে ৮৬ শতাংশে। সমবায়ের পুরনো অভিজ্ঞ ম্যানেজারগণের ক্রমান্বয়ে অবসর গ্রহণ, সমিতিগুলোতে বোর্ড না থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলিও ঋণ আদায়ে প্রভাব ফেলেছে বলে অনেকে মনে করছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ **শ্রী সন্দীপন চক্রবর্তী**, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক,
নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ)

'সমবায় কথা'-য় সমবায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কথা লিখে পাঠান। প্রশিক্ষণের বিষয়ে আপনার মতামত এবং চাহিদার কথা জানান। ইকমার্ড গেস্টরুম এখন অনলাইন বুকিং করা যায়। **'সমবায় কথা'**-য় আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। পত্রিকা পাওয়া, লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ samabaykotha@gmail.com, Mobile : 8637093638, 9674995849
www.icmard.org

এক ঝলকে ২০২৪ সালে ইকমার্ড আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

কার্ড ব্যাংকের ঋণ আদায় নিয়ে আলোচনা সভায়
অতিরিক্ত মুখ্যসচিব শ্রী কৃষ্ণ গুপ্ত, আই.এ.এস., (ইকমার্ড, ৪ মার্চ, ২০২৪)

ইকমার্ডের গর্ভনিং কাউন্সিলের সভা
(২৮ মার্চ, ২০২৪)

কালচিনিতে মধুবাগান বহুমুখী সমবায় সমিতিতে
ক্যানভাস ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ (৬-৯ মার্চ, ২০২৪)

উখুরা-যজ্ঞেশ্বরপুর-নওপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নার্সারী প্রশিক্ষণ
(১২-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)

ধনিয়াখালিতে সেলাই প্রশিক্ষণ
(২৮ নভেম্বর, ২০২৩-১০ জানুয়ারি, ২০২৪)

সিলেবাস কমিটির মিটিং
(১৯ এপ্রিল, ২০২৪)

মাদারিহাটের হান্টাপাড়া আদিবাসী উত্থান বহুমুখী সমবায় সমিতিতে
মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ (৬-৯ মার্চ, ২০২৪)

চম্পাসারিতে জ্যাম, জেলি, আচার প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ
(৫-১১ মার্চ, ২০২৪)

প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল, ২০২৪
ICMARD সমবায় কথা

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ফেডারেশন "মৈত্রী"

কৃষি সমবায় সমিতিগুলির অধীনে গঠিত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ইউনিটের উদ্যোগে গত ২২ মার্চ, ২০২৪ বারাসাতে রেঞ্জ অফিসের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হলো সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জেলা ফেডারেশন "মৈত্রী"। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বিশেষ আধিকারিক অভীক ভট্টাচার্য জানালেন যে এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য একটাই—গোষ্ঠীর মেয়েদের নিজেদের ভিতর থেকে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। স্বনির্ভরতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নিজেদের কথা নিজেরা বলা। বিগত ২৫ বছরের অধিক এই রাজ্যে সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণ স্বল্পসঞ্চয় করেছেন, ঋণ নিচ্ছেন, পরিশোধ করছেন—কিন্তু তাঁদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা বা কথা বলার মতো প্রত্যাশিত নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেনি, সেইরকম মঞ্চও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লক থেকে ১৫ জন প্রতিনিধি দলনেত্রী নিয়ে জেলাস্তরে "মৈত্রী" নামে একটি সেইরকম মঞ্চ বা ফেডারেশন গঠন করা হলো, যারা জেলার সমস্ত গোষ্ঠীর সমস্যা, প্রশিক্ষণ, বিপণন ইত্যাদি যাবতীয় ভালোমন্দ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে সেসব বিষয় তুলে ধরবে। ২০১২ সালে নদিয়া জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে 'নন্দিনী' নামে এই প্রক্রিয়া শুরু হবার পরে সে জেলায় গোষ্ঠী আন্দোলন চোখে পড়ার মতো সাফল্য অর্জন করে। সারা ভারতেই এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীতে হুগলি জেলায় "মানবী" এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় "মঞ্জরী" নামে অনুরূপ জেলা ফেডারেশন তৈরি হয়েছে।

তিনি জানান যে সম্প্রতি ডিসিসিবিগুলির রাজ্য কনফারেন্সে (১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি) সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং সমবায় নিবন্ধকের উপস্থিতিতে সজনী মডেল এবং ফেডারেশন গঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলাতেই এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা ছাড়াও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন কোচবিহার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জেলা ফেডারেশন গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে।

বেড়ে চলেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঋণ, তুলনায় কৃষিঋণ স্থিতিশীল

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে প্রদত্ত ঋণের সিংহভাগই প্রদান করে কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি। বলা হয়—যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সাধারণ কৃষককে ঋণ দিতে অনীহা বোধ করে, সেখানে সমবায় সমিতিগুলি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে প্রচারের মাধ্যমে কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ নিতে উৎসাহিত করে। অনুরূপ চিত্র স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে রাজ্যে সমবায় ক্ষেত্রে কৃষিঋণের পরিমাণ তেমন ভাবে বাড়ছে না, সে তুলনায় গোষ্ঠীর মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ প্রতিবছর যথেষ্ট বেড়ে চলেছে।

২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে রাজ্যে মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬০৮.০৮ কোটি টাকা। বিগত ২০২৩-২৪ বছরে এই ঋণের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৪৬৫৭.৬৮ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য—সারা রাজ্যের নিরিখে ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি—কৃষি ঋণে অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই চিত্র মোটেও উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। অপরদিকে একই ব্যাংকে একই সমবায় সমিতিতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ যথেষ্টই বেড়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে রাজ্যে গোষ্ঠীর মহিলাদের মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮৭৪.৩২ কোটি টাকা, পরের বছর সেই পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২১৩৩.০১। এক বছরে ২৬০ কোটি টাকা গোষ্ঠীঋণের বৃদ্ধি যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হলেও এই চিত্র ঋণের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতারও আভাস দিচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্যের মতে সঞ্চয়ের তিনগুণ চারগুণ ঋণের নীতি অনুসারে অনেক সমিতিতে একেকটা গোষ্ঠীকে প্রদত্ত ঋণ এক লক্ষ, দেড় লক্ষ কি তারও বেশি হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজন থাক বা না থাক, সঞ্চয়ের তিন-চার গুণ ঋণ তাদের প্রাপ্য—এই ধারণার ফলে বহু জায়গায় ঋণ আটকে যাচ্ছে, ফেরত আসছে না। সঞ্চয় বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়মে গোষ্ঠী না বাড়লেও ঋণ বেড়ে চলেছে। সমবায় সমিতিকে পরিস্থিতি অনুসারে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদক ঃ **ইনাস উদ্দীন**

দুই পৃষ্ঠার পর ▸▸ **ইকমার্ড দ্বারা আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরসমূহ**

৮. হান্টাপাড়ায় মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ ঃ

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটে হান্টাপাড়া আদিবাসী উত্থান বহুমুখী সমবায় সমিতির স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য একটি রঙিন ও শৌখিন মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। চারদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। (৬-৯ মার্চ, ২০২৪)

৯. বান্দাপানিতে সেলাই প্রশিক্ষণ ঃ

আলিপুরদুয়ারের বান্দাপানি চা-বাগানের শ্রমিক সমবায়ের মহিলাদের জন্য একমাসের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শ্রমিক পরিবারের ৩০ জন মহিলা বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ইকমার্ডের পক্ষে প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে ভাটিবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। (২৩ নভেম্বর, ২০২৩-৪ জানুয়ারি, ২০২৪)

১০. কালচিনিতে সেলাই প্রশিক্ষণ ঃ

আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ডুয়ার্স বহুমুখী সমবায় সমিতিতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে ৩০ দিনের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানেও ইকমার্ডের পক্ষে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে ভাটিবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। (২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩-৩০ জানুয়ারি, ২০২৪)

১১. স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সচেতনতা শিবির ঃ

গত ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি পৌর এলাকায় তিনটি এবং খড়িবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে একটি—স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে চারটি একদিবসীয় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইকমার্ডের ব্যবস্থাপনায় এই শিবিরগুলি পরিচালনা করেন উবাচ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ।

১২. এফিসিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ঃ

দায়িত্বশীল আধিকারিক এবং বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্য সংস্থার পরিচালন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে ইকমার্ডে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। বিভিন্ন জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং কার্ড ব্যাংকের উচ্চপদাধিকারীগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনের এই কর্মশালায় মুখ্য প্রশিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট মানব-সম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ শ্রী গৌতম রায়। (১৭-১৯ জানুয়ারি, ২০২৪)

১৩. বেসিক অ্যাকাউন্টস পদ্ধতি ঃ

কার্ড ব্যাংকগুলির অ্যাকাউন্টস বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নিয়ে ইকমার্ডে তিনদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সিনিয়র অডিটরসহ একাউন্টস বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ এই কর্মশালা পরিচালনা করেন। (১-৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)

ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকের হেড অফিসে উইমেন ডেভেলপমেন্ট সেল

নাবার্ডের পরামর্শক্রমে ওয়েবস্কার্ড ব্যাংকে গঠিত হলো "Women Development Cell". ব্যাংকের সার্বিক পরিসেবার ক্ষেত্রে মহিলাদের যাতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, সম্ভাব্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়—সেই লক্ষ্যে গত ৮ এপ্রিল, ২০২৪ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটি আদেশনামার মাধ্যমে পাঁচজন মহিলা কর্মী সম্বলিত এই সেল গঠন করেন। রাজ্যের সমবায় নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে এই সেলের চেয়ারপার্সনের ভূমিকা পালন করবেন অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক শ্রীমতী পারমিতা ঘোষ।

শুরু হলো ইকমার্ডের পক্ষে সমবায় ভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল ঃ

বর্তমান সোস্যাল মিডিয়ার উন্নত প্রযুক্তির সময়ে রাজ্যের একটি অগ্রণী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ইকমার্ডের পক্ষে একটি ইউটিউব চ্যানেল থাকা উচিত—বিভিন্ন জেলার সমবায়ীগণের প্রস্তাবক্রমে ইকমার্ডের পক্ষ থেকে "সমবায় কথা" শীর্ষক একটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করা হয়েছে। ইকমার্ডের অধ্যক্ষ বিবেক সেন জানিয়েছেন যে সমবায় ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা নিয়ে প্রতি বুধবার একটি করে পর্ব এই চ্যানেলে আপলোড করা হবে। ইতিমধ্যেই এই ইউটিউব চ্যানেল সমবায় ক্ষেত্রে দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

ইকমার্ড ভবন প্রাঙ্গণে গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য বিপণন কেন্দ্র ঃ

রাজ্যে সমবায় ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। নাবার্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বহু মহিলা নানারকম প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন, নানারকম দ্রব্যাদি উৎপাদন করেন—কিন্তু এইসব দ্রব্যাদির বিপণন একটি বড় সমস্যা। এ বিষয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইকমার্ড ভবনের প্রাঙ্গণে একটা বিপণন কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকের বিশেষ আধিকারিক ড. মইনুল হাসান জানান যে শুধু কার্ড ব্যাংকের গোষ্ঠীর জন্য নয়, রাজ্যে কৃষি সমবায়, মহিলা সমবায় নির্বিশেষে সবরকম গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদিই এই বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতার সামনে তুলে ধরা হবে। ইকমার্ড ভবনের প্রবেশপথের বামদিকে উপযুক্ত সেল কাউন্টার নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

'সমবায় কথা'-য় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার সংস্থার বিজ্ঞাপন দিতে পারেন
'সমবায় কথা' ত্রৈমাসিক নিউজ লেটারে।
হার্ড কপি ছাড়াও সফট কপির মাধ্যমে
সহস্র মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই ম্যাগাজিন।

বিজ্ঞাপনের হার

এক কলম (৯ সেমি × ৯ সেমি)	২,৫০০ টাকা
দুই কলম (১৮ সেমি × ৯ সেমি)	৫,০০০ টাকা

ইকমার্ডের পক্ষ থেকে এ বছর এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়েছে সাপ্তাহিক ইউটিউব চ্যানেল **'সমবায় কথা'**।
চ্যানেলটি দেখুন, মতামত দিন এবং অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ারের মাধ্যমে আরও বহু মানুষের কাছে বার্তাগুলি পৌঁছে দিন।
ইউটিউব চ্যানেলের লিংক
https://www.youtube.com/@Somobaykotha-ICMARD

সমবায় সংবাদ পাঠান

সমবায় বিভাগীয় অফিস, ব্যাংক ও অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ
উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা লিখে পাঠান
এই ইমেল আইডিতে ঃ **samabaykotha@gmail.com**

ICMARD

ইকমার্ড

WBSCARDB

[The Institute of Cooperative Management for Agriculture & Rural Development]

উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা

ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি রাজ্যস্তরের সমবায় প্রশিক্ষণ সংস্থা

আপনার সমবায়ের প্রয়োজন আমাদের দায়িত্ব

যেকোনো ধরনের প্রশিক্ষণ, প্রকল্প, পরিকল্পনা ও কনসালটেন্সি পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করুন

অধ্যক্ষ, ইকমার্ড
Email : icmard.traning@gmail.com | Mobile : +91 94756 41742 / +91 96749 95849
(শর্ত সাপেক্ষে মূল্য প্রযোজ্য)

'SAMABAY KOTHA' : Quarterly Bulletin published & owned by Institute of Cooperative Management for Agriculture & Rural Development (ICMARD)
Block-14/2,C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067,Email : icmard.training@gmail.com & Printed by ACME Enterprise, Kolkata-700 009
Chief Editor : Bibek Sen, Principal, Addl. RCS, Executive Editor : Md. Inasuddin, Faculty Member (Ex. Addl. RCS)
Assistant Editor : Sanchari Mitra, Faculty Member (AGM)
Contact : 8637093638, 9674995849, Email : samabaykotha@gmail.com
Website : www.icmard.org